ট্রেন ফেল করা

তপতী ভট্টাচার্য

১৯৫০ এর এক শ্রাবণের ভোরে
কাদপুর লাঘাটার মেঠো পথ ধরে
খড়ে ঢাকা গরু- গাড়ি কম্বল পাতা।
পেছনেতে আটকানো শিক ভাঙা ছাতা।

জ্যাঠামশায়ের পাশে অবোধ বালক
মাথায় গামছা বাঁধা দুকড়ি চালকা।
লাভপুর স্টেশনেতে ধরে রেলগাড়ি
যেতেবে খাগড়ায় দিদিমার বাড়ি।

একেবারে স্টেশনের কাছাকাছি এসে
কাদাভরা গর্তেতে চাকা গেল বসে।
শুরু হল দুকড়ির 'দিঘে দিঘে' হাঁকা।
জিরজিরে দুটি গরু চোখ জলে ঢাকা।

পেটেতে লাঠির গুঁতো, ল্যাজেতে মোচড়া।
কিছুই হয়না যেন গরুর গোচর।
ট্রেন - ফেল করে শেষে ভর্তি দুপুরে
অবোধ বালক গেল মার কাছে ফিরে।

চল্লিশ বছর পরে প্রবাস - জীবনে
অফুরন্ত সুখ - শান্তি তবু পড়ে মনে
তুচ্ছ সে কবেকার ট্রেন - ফেল করা।
সেই ট্রেন আজ কেন যায়নাকো ধরা?
বেশ হত, যদি আজ ফেরা যেত গাঁয়ে।
পুকুরেতে ঝাঁপ দেওয়া ধুলো - মাখা পায়ে।
যেত যদি কাদাভরা মেঠো পথে যাওয়া।
হারানো সে ছোটবেলা যদি যেত পাওয়া।

বদলিয়ে আজকের টয়োটায় চড়া
ফিরে দিতে পারো সেই ট্রেন - ফেল করা ?

শুধু একটা চৌকাঠ

একবিংশ শতাব্দীর ১লা জানুয়ারি
বন্ধুর বাড়ি এক জমজমাট উৎসব।
বসবার ঘরে দামী চামড়ার কালো সোফায়
একদল বিগতযৌবন বয়স্যদের বৈঠক।
তাদের পরনে গাঢ় নীল গেঞ্জিতে লাল সুতোয় আঁকা পোলো ঘোড়া।
'ডকারস্' এর খাকি প্যান্ট কিংবা ওরলির পাঞ্জাবি।
তাদের রগের দুপাশে পাকাচুলের আভাস।
তারা মার্জিত এবং সংস্কৃত।
কিন্তু কেমন যেন ক্লান্ত এবং স্মৃতিভারে অবনত।
প্রয়াত বন্ধুদের কথা, চাকরি থেকে অবসর
আর পেনসনের টাকার হিসেব
এই দিয়ে তাদের আড্ডার শুরু।
তারপর, কথায় কথায় সকলের অজান্তে
কখন তারা পৌঁছে যায় এক নতুন জগতে।
রাত বাড়ে, নতুন বছরের প্রথম রাত্তিরে
হারানো জীবন, হারানো শতাব্দী আর
বিগত স্মৃতিগুলোকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে
তারা শিশুর মতো খেলতে শুরু করে।
ভোরের মাটিতে ছড়ানো একরাশ শিউলি ফুলের মতো মুঠো ভরে
তারা তুলে নেয় রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ আর ওমর খৈয়ামের রুবাইত।

উল্টোদিকের ঘরে লাল গালচের ওপর এলোমেলো হয়ে
ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাদেরই সন্তান সন্ততিরা।
ভোরের নরম আলোর মতো তুলতুলে একদল কিশোরী
এবং গনগনে আগুনের মতো একদল কিশোর।
ওরা অকারণে সশব্দে হেসে উঠে
এ ওর ঘাড়ে লুটিয়ে পড়ে।
ওরা শৃঙ্খলহীন স্বাধীনতায় মানুষ
তাই ওদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা নেই।
ওরা যা চেয়েছে এবং যা চায়নি - সব কিছুই পেয়েছে
তাই ওরা সন্তুষ্ট, ওদের কোনো চাহিদা নেই।
ওদের দুঃখ নেই তাই ওরা কাঁদতে জানে না
ওদের সামনে প্রচুর খাবার কিন্তু পেটভরা অ-খিদে
তাই ওদের কোনো লোভ নেই।
ওদের শুধু স্বপ্ন আছে, কিন্তু স্মৃতি নেই।
তাই ভয় নেই ওদের বিস্মৃতির।
ওরা এক নতুন প্রজন্মের নতুন ফসল।

এক বিংশ শতাব্দীর প্রথম সন্ধ্যায় পাশাপাশি দুই ঘরে
দুই প্রজন্মের জমজমাট উৎসবের মাঝখানে
এক বিরাট ব্যবধান বুকে নিয়ে
নিঃশব্দে পড়ে থাকে
শুধু একটা চৌকাঠ।